"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদেরকে এই দুঃখের লোক থেকে মুক্ত করে সুখ ধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ধাম পবিত্র স্থানকেই বলা হয়"

*প্রশ্নঃ - এই অসীমের খেলা কোন্ দুটি শব্দের আধারে তৈরি হয়ে আছে ?

*উত্তরঃ - "বর্সা এবং অভিশাপ", বাবা সুখের বর্সা দেন, রাবণ দুঃখের অভিশাপ দেয়, এই হল অসীম জগতের কথা। দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারা বাবার কাছে বর্সা অর্থাৎ স্বর্গ প্রাপ্ত করে। অর্ধেক কল্প পরে পুনরায় রাবণ অভিশাপ দেয়। বাচ্চারা, তোমাদের স্মরণে এসেছে যে আমরা নিরাকারী দুনিয়ায় ছিলাম তারপরে সুখের পার্ট প্লে করেছি। আমরাই সেই দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হই, এখন ব্রাহ্মণ হয়ে দেবতায় পরিণত হতে চলেছি।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়....

ওম্ শান্তি । এ হল অসীম জগতের পিতার মহিমা। উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান - এই কথা তো সবাই জানে। উঁচু থেকে উঁচু ভগবানের মতামতও নিশ্চয়ই উঁচু হবে তাই বলা হয় শ্রীমৎ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত। সব ভক্তজন তাঁকেই স্মরণ করে। উনি হলেন ভগবান, অতএব ভগবতীও চাই। পিতা আছেন তো মাতাও চাই। এক হয় লৌকিক মাতা-পিতা, দ্বিতীয় হল পারলৌকিক মাতা-পিতা। লৌকিক থাকা সত্ত্বেও যখন কেউ দুঃখে থাকে তখন পারলৌকিককে স্মরণ করে। এখন তোমাদের লৌকিক সম্বন্ধও আছে। পারলৌকিক মাতা-পিতা তোমাদের পরলোকে নিয়ে যান। লৌকিককে বন্ধন বলা হয় যেখানে দুঃখ আছে। দুইটি পরলোক আছে - এক নিরাকারী লোক, যেখানে আত্মারা বাস করে, দ্বিতীয় সাকারী লোক, যাকে সুখধাম বলা হয়। ওটা হল শান্তিধাম আর আরেকটি হল সুখধাম। বাবা এসে এই দুঃখের লোক থেকে যাকে মৃত্যুলোক বা পতিত ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া বলা হয়, এখান থেকে নিয়ে যান। এখানে সবাই পতিত। পতিত তাদের বলা হয় যারা বিকারগ্রস্ত । সত্যযুগে পবিত্র সম্পূর্ণ নির্বিকারী থাকে। প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা গান করতে, নিজেকে বিকারী মনে করতে। লক্ষ্মী-নারায়ণ, মহারাজা-মহারানী পবিত্র ছিলেন তো প্রজাকেও পবিত্র বলা হবে। ওটা হল সুখ ধাম, বৈকুন্ঠ। নরককে ধাম বলা হবে না। ধাম পবিত্র স্থলকে বলে। এটা হল অপবিত্র দুনিয়া। ভারত সুখ ধাম ছিল। এখন পতিত ভ্রষ্টাচারী, নরক। এখন সবাইকে সুখের ধামে নিয়ে যেতে হবে, তাই অবশ্যই বাবাকে আসতে হবে, যাতে এসে বাচ্চাদেরকে সুখী করতে পারেন। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। বাচ্চারা বলে হে বাবা, সর্ব প্রথমে তুমি আমাদের স্বর্গের বর্সা প্রদান করেছিলে। অর্ধেক কল্প আমরা স্বর্গে ছিলাম, তাকে বলাই হয় সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী রাজধানী। বাবা স্মরণ করিয়ে দেন ২১ জন্ম তোমরা স্বর্গে বাস করেছো। ৮ জন্ম সত্যযুগের জন্য, ১২ জন্ম ত্রেতা যুগের জন্য, এইসব কথা বাবা বসে বোঝান। বলেন - বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের জন্মের কাহিনী জানো না, আমি তোমাদের সবকিছু বলি। নিরাকার পিতা নিরাকার সন্তানদের সঙ্গে কথা বলেন। বলেন এই সাধারণ দেহের লোন নিয়ে আমি তোমাদের বোঝাই। অর্ধেক কল্প তোমরা অশোক বাটিকায় ছিলে, তারপরে তোমরা শোক বাটিকায় এসেছো। সুখ পূর্ণ হয়ে দুঃখ এসেছে। বাম মার্গের অর্থ নরক। সেখানে তোমরা দুঃখ প্রাপ্ত কর পরে বাবা এসে রাবণের রাজ্য থেকে মুক্ত করে রামরাজ্যে নিয়ে যান। এইরূপ খেলাটি নির্দিষ্ট আছে। বাবা সুখের বর্সা দেন, রাবণ দুঃখের অভিশাপ দেয়। এ হল অসীম জগতের কথা। এখন বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য সুখের বর্সা প্রদান করছেন। ভগবান স্বর্গের রচনা করেন, তাই স্বর্গের বর্সা তো প্রাপ্ত হওয়া উচিত। বর্সা প্রাপ্ত ছিল। মায়া অর্ধেক কল্পের জন্য অভিশপ্ত করে। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র আছে। এই চক্রের কোনো অন্ত নেই। পুনরায় বর্সা প্রদান করতে বাবাকে অবশ্যই আসতে হবে। এখন বাবা এসেছেন, জানেন বর্সা নেবে তারাই যারা কল্প পূর্বেও নিয়েছিল। দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ বর্সা নিতে পারে না। প্রথমে ব্রাহ্মণ না হয়ে দেবতা হতে পারে না। প্রথমে আমরা আত্মারা নিরাকারী দুনিয়ায় বাস করতাম। তারপরে নেমে আসি সুখের পার্ট প্লে করতে। আমরা সেই দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হই। আমরা এই বর্ণে আসি। এখন যারা ব্রাহ্মণ হয় তারা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার- ব্রহ্মাকুমারী বলে পরিচয় দেয়। তারা মনে করে তারা ভাই-বোন হয়ে গেল। তারপর আর বিকারযুক্ত দৃষ্টি থাকে না। তারা জানে আমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হব। বাবাকে এবং স্বর্গকে স্মরণ করি এবং এই একটি জন্ম পবিত্র থাকি। এ হল মৃত্যুলোক, যা মুর্দাবাদ হয়ে অমরলোক জিন্দাবাদ হবে। সেখানে ৫ বিকার থাকেই না, রাবণের রাজ্যও শেষ হয়ে যাবে। সত্যযুগ ত্রেতাকে রামরাজ্য, দ্বাপর কলি যুগকে রাবণরাজ্য বলা হয়। সেই ভারত হীরে তুল্য ছিল, এখন কড়ি সম হয়েছে। এখন বাবা বলছেন তোমাদের হীরে তুল্য জন্ম প্রদান করতে এসেছি। তোমরা আমার শ্রীমৎ অনুসারে চলো। তা নাহলে

তোমরা স্বর্গের সুখ দেখতে পাবে না। স্বর্গে দুঃখের নাম চিহ্ন থাকে না অন্য কোনো খন্ড থাকে না। ভারতই আসলে প্রাচীন খন্ড। কেবলমাত্র দেবী-দেবতাদেরই রাজত্ব থাকে তাই তার নাম স্বর্গ। অর্ধেক কল্প তোমরা স্বর্গের সুখ ভোগ করেছো পরে রাবণের রাজ্য শুরু হয়েছে। সত্যযুগকে শিবালয় বলা হয়। শিববাবার দ্বারা স্থাপিত। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা, শঙ্করের দ্বারা নরকের বিনাশ করেন। যিনি স্থাপনা করবেন তিনি স্বর্গে পালনাও দেবেন অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণও করবেন। তিনি বিষ্ণুপুরীর মালিকও হবেন। শিববাবা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানান। এই সময় তোমাদের হল ব্রাহ্মণ বর্ণ। তারপরে দেবতা বর্ণ হয়ে যাবে। এখন তোমরা ঈশ্বরের দ্বারা ব্রাহ্মণ বর্ণে এসেছো তারপরে তোমরা ঈশ্বরীয় বর্ণে পিতার সঙ্গে পরমধামে থাকবে। তারপর সেখান থেকে দেবতা বর্ণে আসবে। সত্য যুগে এক দেবতাদেরই রাজত্ব ছিল, সেই সময় অন্য কোনো খন্ড ছিল না। পরে ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি এসেছে।

এখন তোমরা পাণ্ডব যোগ বলের দ্বারা ৫-টি বিকারের উপরে জয় লাভ করে জগৎজিত বিশ্বের মালিক হও। লক্ষ্মী-নারায়ণ, সূর্যবংশী স্বর্গের মালিক ছিল। তারা সঙ্গমে বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করেন। সঙ্গমযুগ হল ব্রাহ্মণদের, যারা ব্রাহ্মণ নয় তারা কলিযুগে আছে। বাবা তোমাদের বেশ্যালয় থেকে মুক্ত করে শিবালয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এখন তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী। তোমরা ভাই-বোন হয়ে কখনও বিষ পান করতে পারো না। হ্যাঁ, গৃহস্থ ব্যবহারে তো থাকতে হবে, কিন্তু বিকারগ্রস্ত হতে পারবে না। এই রাবণের রাজ্যে বাস করে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে। তারপরে এই প্রশ্ন উঠবে না যে এই সৃষ্টি বৃদ্ধি পাবে কীভাবে। বাবার আদেশ হল - আমি পবিত্র দুনিয়া বানাতে এসেছি। তোমরা এই অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকো তাহলে তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। এই নিয়েই অবলাদের উপরে অত্যাচার হয়। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অসুরদের বিঘ্ন আসে। বাবা বলেন শ্রীমৎ অনুসারে চললেই তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে। এতখানি সময় তোমরা আসুরিক মতানুযায়ী অর্থাৎ ৫-টি বিকার রূপী ভূতের মত অনুযায়ী চলেছো। আমি আত্মা, আমাকে এই শরীরের দ্বারা পার্ট প্লে করতে হবে - এই কথাটি কেউ জানত না। আত্মা শালগ্রামকেই বলে। শালগ্রাম কোনো বিশাল আকৃতির নয়। পরমাত্মাও এমন বিশাল আকারের নয়। আত্মা ও পরমাত্মা হয় স্টারের মতন। আত্মার ভিতরে সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে। আত্মা বলে আমি এক দেহ ত্যাগ করে অন্যটি ধারণ করি - পার্ট প্লে করার জন্য। শ্রী নারায়ণের আত্মা বলবে আমি শ্রী নারায়ণের রূপ ধারণ করে এত জন্ম রাজত্ব করবো। আত্মাতেই সম্পূর্ণ অবিনাশী পার্ট ভরা আছে, একেই গড ফাদারলি নলেজ বলা হয়। ভগবানুবাচ, স্পিরিচুয়াল ফাদার আত্মাদের বসে পড়ান, কোনো মানুষ পড়ান না। এই পড়া অসীম জগতের বাবা পড়ান। অতএব এই চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। এই সৃষ্টি চক্র এবং রচয়িতা বা রচনার নলেজ কোনো মানুষ মাত্রই জানে না। এখন তোমরা শিবালয় সত্যযুগে রাজত্ব করার উপযুক্ত হও। ভারত যখন যোগ্য সম্পন্ন ছিল তখন খুব বুদ্ধিমান ছিল। এখন বাবা পুনরায় হীরে তুল্য করে গড়ে তুলছেন, তাই তাঁর শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। রাবণের মতামত তোমাদের কড়ি সম বানায়।

তোমরা জানো যে এই দুনিয়ার আয়ু হল ৫ হাজার বছর, তাতেই পুরানো ও নতুন তৈরি হয়। সত্যযুগ ত্রেতা নতুন দুনিয়া, দ্বাপর কলিযুগ পুরানো দুনিয়া। বাবা পুনরায় দৈবী দুনিয়া স্থাপন করতে এসেছেন। তোমরা আত্মারা পুরোপুরি ৮৪ জন্ম নাও। আত্মাই এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কথা বলে ও শোনে। একটি পুরানো দেহ ত্যাগ করে নতুন ধারণ করে। আত্মাদেরকে পিতা এই জ্ঞান প্রদান করেছেন যে আমরা বাবার সঙ্গে প্রথমে সুইট হোমে ছিলাম পরে আমরা সে-ই দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হই। এখন এ হল আমাদের অন্তিম জন্ম। আমরা ব্রাহ্মণরা স্বর্গের বর্সা প্রাপ্ত করে দেবতায় পরিণত হব। নতুন শরীর ধারণ করবো। এই চক্র বুদ্ধিতে আবর্তিত হওয়া উচিত। পবিত্র থাকলে তোমরা স্বর্গের চক্রবর্তী মহারাজা হবে। এই কথাটি তাদের বুদ্ধিতে আসবে যারা কল্প পূর্বের মতন হয়েছিল। নাহলে বুদ্ধিতে আসবেই না। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি বুঝতে হবে। কেউ আবার সব জেনে এই জ্ঞান ত্যাগ করে। স্বর্গে তো আসবে কিন্তু যোগী হয়ে বিকর্ম বিনাশ না করলে দন্ড ভোগ করতে হবে। স্বর্গে আসবে কিন্তু প্রজাতে কম পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। স্বর্গে প্রথমে পবিত্র মহারাজা-মহারানী ছিল তারা পরে পতিত হয়ে রাজা রানী হয়েছে। এখন তো সেই রাজা রানীও নেই। পুনরায় এখন বাবার সাহায্যে পবিত্র রাজা-রানী হচ্ছে। এই ঈশ্বরীয় নলেজ নিরাকার পিতা পড়াচ্ছেন। সাকারে এই ব্রহ্মাও ওই নিরাকারের কাছে শুনছেন। নিরাকার বাবা বসে পড়াচ্ছেন। এই জ্ঞানের দ্বারা-ই মানুষ থেকে দেবতা হয়, এই ব্রহ্মার আত্মাও পড়েন। বাচ্চাদের আত্মাও পড়ে। ভালো বা খারাপ সংস্কারও আত্মাতেই থাকে। ভালো সংস্কার থাকলে ভালো ঘরে জন্ম হবে। পড়াশোনা করতে করতে নলেজও পরিত্যাগ করে। মায়া নিজের দিকে টেনে নেয়। এক দিকে হল রাবণের মত, অন্য দিকে হল রামের মতামত। এই অন্তিম জন্মে রামের মতানুযায়ী চলতে হবে। রাবণ বিজয়ী হলে কখনও ওইদিকে চলে যায়। তখন রামের শত্রু হয়ে যায়। তাদের জন্য কঠিন দন্ড ভোগ আছে। তোমরা রামের আশ্রয় নিয়েছ। তবুও যদি ট্রেটর হয়ে রাবণের আশ্রয়ে যাও তাহলে রামের নিন্দে করবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে এ হল যথার্থই রামরাজ্য ও রাবণ রাজ্যের খেলা।

সত্যযুগ সতোপ্রধান, ত্রেতা সতো, তারপরে দ্বাপর রজঃ, কলিযুগে তমঃ, তোমরা এখন সতোপ্রধানে যাবে। বাবা এসে সতোপ্রধান বানান। পরে ১৬ কলা থেকে ১৪ কলায় আসতে হবে। তারপরে রাবণের সঙ্গ পেয়ে কলা বা কোয়ালিটি কম হতে থাকে। এখন কলিযুগে কোনও কলা নেই। সবাই বলে আমরা পতিত ভ্রষ্টাচারী। পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবে, পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। অসীমের পিতা বাচ্চাদের বিষয়ে জানেন। এখন তোমরা ভগবানের ঘরে বসে আছো। তোমরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরা পরে দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হবে... এ হল চক্র। চক্রবর্তী হলে তোমরা ব্রাহ্মণরা। রাজযোগ শিখে জ্ঞান ধারণ করে চক্রবর্তী রাজা-রানী হবে। অতএব পুরুষার্থ করে স্বর্গে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই অন্তিম জন্মে রামের মতানুযায়ী চলতে হবে। কখনও রামের আশ্রয় ত্যাগ করে রাবণের আশ্রয় নিয়ে পিতার নিন্দে করবে না।

২) দন্ড ভোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যোগী স্বরূপে বিকর্ম বিনাশ করতে হবে। পবিত্র দুনিয়ায় যেতে হলে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।

বরদানঃ- অসীমের অধিকারকে স্মৃতিতে রেখে সম্পূর্ণতার উৎসব (অভিনন্দনের) পালনকারী মাস্টার রচয়িতা ভব

সঙ্গম যুগে তোমরা বাচ্চারা স্বর্গের অধিকারও প্রাপ্ত করো, পড়াশোনার আধারে সোর্স অফ ইনকামও আছে এবং বরদানও প্রাপ্ত করেছ। তিনটি সম্বন্ধে এই অধিকারকে স্মৃতিতে ইমার্জ রেখে প্রতিটি পদক্ষেপ নাও। এখন সময়, প্রকৃতি ও মায়া বিদায় নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে শুধুমাত্র তোমরা মাস্টার রচয়িতা বাচ্চারা সম্পূর্ণতার উৎসব পালন করো তাহলে তারা বিদায় নেবে। নলেজের দর্পণে দেখো যে যদি এই সময়ে বিনাশ হয় তবে আমি কোন্ পদমর্যাদা প্রাপ্ত করবো ?

স্লোগানঃ- সব সময়, প্রতিটি কর্মে ব্যালান্স রাখো তাহলে সর্বজনের ব্লেসিং (আশীর্বাদ) স্বতঃই প্রাপ্ত হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium

Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;